

কোয়ান্টাম হিলিং ও
সাইকি ওরিয়েন্টেশন

নিরাময় ও অতীন্দ্রিয় শক্তির পথ



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
Quantum Foundation

সেবা উত্তম ইবাদত

www.quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম হিলিং ৯

নিজের জন্যে নিরাময়

রোগ নিরাময়ে বিশ্বাস মনছবি ও প্রার্থনার সমন্বিত প্রয়োগের এক সফল প্রক্রিয়া কোয়ান্টাম হিলিং। এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে হাজার হাজার মানুষ অনিদ্রা মাইগ্রেন হৃদরোগ শ্বাসকষ্ট আলসার টিউমার চর্মরোগ বাতব্যথা আইবিএস মাদকাসক্তি এবং উচ্চ রক্তচাপ-এমনকি ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে নিরাময় লাভ করেছেন।

কীভাবে সম্ভব?

কোয়ান্টাম নিরাময়ের কার্যকারিতার নেপথ্যে রয়েছে মেডিটেশন। কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণা করে দেখেছেন ৭৫% রোগের মূল কারণ মনোদৈহিক। তাই মন-দেহ নিয়ন্ত্রণকারী তথ্যভাণ্ডারের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে একদিকে দেহ যেমন নিজেই নিজেকে রোগমুক্ত করতে পারে; তেমনি সুস্থ জীবনদৃষ্টি গ্রহণের মাধ্যমে পারে পরিপূর্ণ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে। আর এ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হলো মেডিটেশন।

বিশ শতকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনছবি প্রয়োগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন টেক্সাসের ডা. কার্ল সিমন্টন। তার বিখ্যাত ‘ইমেজ থেরাপি’ প্রয়োগ করে অন্তিম অবস্থা থেকেও বহু ক্যান্সার রোগী নিরাময় লাভ করেছেন। ইয়েল ইউনিভার্সিটি মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ডা. বার্নি সীজেল মনছবির প্রয়োগ করে অসংখ্য দুরারোগ্য রোগীকে নিরাময় ও কর্মক্ষম করে তুলেছেন।

আমেরিকার মেনিঙ্গার ফাউন্ডেশনে ক্যান্সার এইডস ও মাদকাসক্তদের নিরাময়ের জন্যে মেডিটেশনই প্রধান মাধ্যম। আর ডা. ডীন অরনিশের মেডিটেশন ভিত্তিক ‘প্রোগ্রাম ফর রিভার্সিং হার্ট ডিজিস’-এর মাধ্যমে ওষুধ এবং সার্জারি ছাড়াই নিরাময় লাভ করেছেন হাজার হাজার হৃদরোগী।

নিরাময়ে প্রার্থনার গুরুত্ব

পৃথিবীর সকল ধর্মের মূল শিক্ষা হচ্ছে স্রষ্টাই সকল নিরাময়ের মালিক। নিরাময়ের জন্যে প্রার্থনাকে তাই সকল ধর্মেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর রোগগ্রস্ত হলে প্রার্থনায় নিবেদিত হওয়া মানুষের এক স্বাভাবিক প্রবণতা। রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে ৮৫% মানুষ রোগগ্রস্ত হলে ওষুধের পাশাপাশি প্রার্থনায় নিবেদিত হয়।

রোগ নিরাময়ে প্রার্থনা নিজের ও অন্যের জন্যে সমানভাবে কার্যকর। সম্প্রতি প্যারিসে এক গবেষণায় ৬০ জন মুমূর্ষু রোগীর জন্যে প্রার্থনা করা হয়। অন্য ৬০ জনের জন্যে কোনো প্রার্থনা করা হয় নি। বিস্ময়করভাবে দেখা গেল যাদের জন্যে প্রার্থনা করা হয়েছে তারা অন্যদের চেয়ে গড়পড়তা চার মাস বেশি বেঁচে ছিলেন। আর তাদের পাঁচ জন স্রষ্টার রহমতে বেঁচেও গেলেন। প্রার্থনার এ কার্যকারিতার প্রেক্ষিতে আমেরিকার ৫০টিরও বেশি মেডিকেল স্কুলের সিলেবাসে এখন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নিরাময়ের ক্ষেত্রে প্রার্থনা বিষয়ক পাঠ্যসূচি।

কোয়ান্টাম হিলিং ৯

নিরাময় অন্যের জন্যেও

অন্যের জন্যেও আপনি পারেন এই নিরাময় আর কল্যাণ সূচিত করতে। আর তা সম্ভব মন থেকে মনে যোগাযোগ বা টেলিপ্যাথির মাধ্যমে। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারের মাধ্যমে মন ও মস্তিষ্কে বিশেষ স্তরে নিয়ে গিয়ে এই টেলিপ্যাথিকেই কাজে লাগানো হয় নিজের ও অন্যের কল্যাণ সাধনে। এক্ষেত্রে কল্যাণ কামনার তথ্যমালা এক মন থেকে চলে যায় আরেক মনে। পুনর্বিদ্যুত করে তার মস্তিষ্কের তথ্যভান্ডারকে। আর মস্তিষ্ক তখন তার রোগমুক্তি বা কল্যাণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এমনকি নিজের কল্যাণের জন্যেও ইতিবাচক টেলিপ্যাথির মাধ্যমে পাওয়া যায় অপরপক্ষের সহযোগিতা সমর্থন ও আনুকূল্য।

পরতে পরতে মন

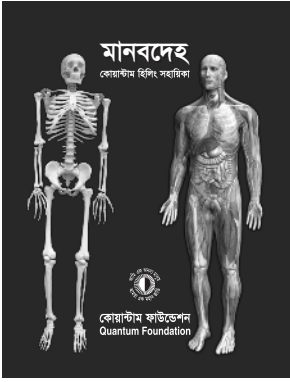
মানব মনের তিনটি পর্যায়। সচেতন, অবচেতন এবং অচেতন মন। সচেতন মন সবকিছুকেই নিজের ধারণা যুক্তি ও বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে বিচার করে। অবচেতন মন ভালো-মন্দ কোনো কিছু বিচার না করে যে তথ্য পরিকল্পনা বা আইডিয়া পায় সেভাবেই প্রভাবিত হয়ে কাজ শুরু করে দেয়। আর অবচেতন মনের পরেই অবস্থান করছে অচেতন মন যাকে সাধকরা বলেন অতিচেতন মন।

বিশ্বমনের স্বর্ণদ্বার

অতিচেতন মনকে বলা যেতে পারে বিশ্বমনের স্বর্ণদ্বার। বিশ্বমন বা মহাচেতনার স্তরে আছে যাবতীয় তথ্য। আছে প্রতিটি সমস্যার জবাব। আসলে প্রতিটি মন হচ্ছে বিশ্বমন নামক এক সুপার সুপার সুপার কম্পিউটাররূপী মহাজাগতিক জ্ঞান-ভান্ডারের (কসমিক ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে) এক একটি টার্মিনাল। সুপার কম্পিউটারের যতগুলো টার্মিনালই থাকুক না কেন, যেকোনো টার্মিনাল থেকে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে বা সুপার কম্পিউটারের কেন্দ্রের সাথে যেমন যোগাযোগ করা যায়, তেমনি ধ্যানের স্তরে বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সি সৃষ্টি হলে বিশ্বমনরূপী মহাজাগতিক জ্ঞানভান্ডারের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে মন লাভ করে কাজক্ষত তথ্য।

জ্ঞান প্রেরণের প্রক্রিয়া

অতিচেতনায় মন সবসময় সচেতনের সাথে যোগাযোগ করতে চায়। চায় জ্ঞান সরবরাহ করতে। কিন্তু ভয়, সংস্কার বা ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সচেতন মন অধিকাংশ সময় দরজা বন্ধ করে রাখতে চায়। আবার অতিচেতনার এ জ্ঞানকে কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা হচ্ছে সচেতন মন কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতিচেতনার ভাষাকে বুঝতে না পারা। কারণ অতিচেতনার ভাষা সাধারণত হয় অনুভূতি নির্ভর বা প্রতীকী। আপাত তুচ্ছ কোনো বাস্তব দৃশ্য, ঘটনা বা অনুভূতির মধ্য দিয়েই সাধারণত সচেতন মনে সে জ্ঞান বা উপলব্ধি সঞ্চারিত হয়।



কোয়ান্টাম হিলিং সহায়িকা

মানবদেহের অঙ্গসমূহ
সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ
ও অবলোকন ক্ষমতা
বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়ক
৮ পৃষ্ঠার রঙিন ফোল্ডার

কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি ওরিয়েন্টেশন

অতিচেতন স্তরের এ জ্ঞানকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রয়োগের জন্যে প্রয়োজন যথাযথ মানসিক প্রস্তুতি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং প্রকাশের দক্ষতা যা চর্চা বা অনুশীলন ছাড়া আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এজন্যেই কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি ওরিয়েন্টেশন। দুই দিনের এ ওরিয়েন্টেশন আপনার নিজের ও অন্যের নিরাময় ও কল্যাণ সাধনের প্রক্রিয়াকে আরো শাণিত করবে আর আপনি লাভ করবেন নিয়মিত হিলিং সেশনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ। গুরুজীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ ওরিয়েন্টেশন পরিচালিত হচ্ছে।

হিলিং ও সাইকি ওরিয়েন্টেশন শাণিত করবে—

- ☐ আত্মনিরাময় লাভের প্রক্রিয়া
- ☐ অন্যের (পরিচিত/ অপরিচিত) রোগ নির্ণয়, রোগ নিরাময় ও কল্যাণ কামনার প্রক্রিয়া
- ☐ পারিবারিক ও দাম্পত্য সম্পর্ক উন্নয়ন, ইন্টারভিউ ও ভাইভা বোর্ডে সাফল্য, পেশাগত উন্নতির জন্যে অন্যের সহযোগিতা লাভসহ কমান্ড সেন্টারের সার্বিক ব্যবহারের শক্তি
- ☐ কথায় কাজে ও সিদ্ধান্তে প্রজ্ঞা অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সামর্থ্য
- ☐ উপলব্ধির ভিন্ন মাত্রা ও জ্ঞানকে কাজে লাগাবার সামর্থ্য
- ☐ সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে দক্ষতা
- ☐ ভালো কাজে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা

নিরাময় ও অতীন্দ্রিয় শক্তির জগতে আপনার সফল বিচরণ আপনাকে পরিণত করবে কালজয়ী অনন্য মানুষে।

দুই দিনের ওরিয়েন্টেশন

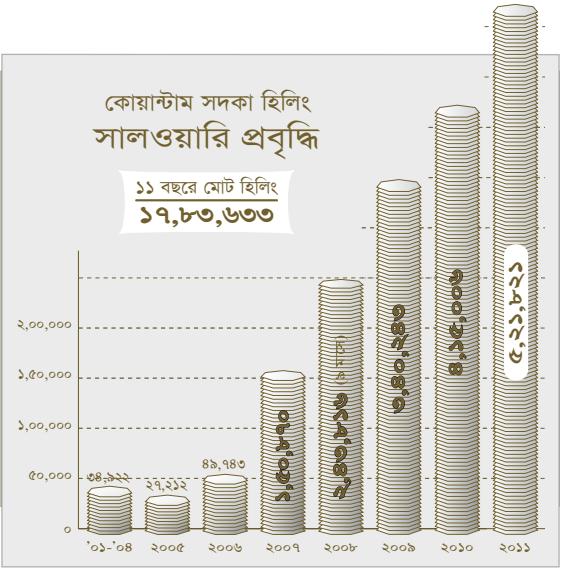
- ☐ ক্লাসের সময় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত
- ☐ নামাজ ও খাবারের জন্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় বিরতি
- ☐ আলোচনা ও মেডিটেশনের অডিও-ভিজুয়াল উপস্থাপনা
- ☐ চর্চার সুবিধার্থে রয়েছে নিয়মিত মাসিক কার্যক্রম
- ☐ এ ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে আপনি এ কার্যক্রমের আজীবন সদস্য হবেন

আত্ম উন্নয়ন ও সৃষ্টির সেবায়

হাজার হাজার কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের আত্ম উন্নয়ন ও সৃষ্টির সেবার আন্তরিক প্রয়াসের ফসল হচ্ছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নের জন্যে নিয়মিত মেডিটেশন, আলোচনা ও ওয়ার্কশপের পাশাপাশি স্ব-উদ্যোগে ও স্ব-অর্থায়নে সৃষ্টির সেবায় কোয়ান্টাম নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ১৯৯৩ সাল থেকে। ২০ তম বছরে মেডিটেশন কোর্সের ৩৪০ ব্যাচ সম্পন্নের মাধ্যমে দেশে মেডিটেশন চর্চা ও নৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা যেমন নতুন গতি পেয়েছে তেমনি সৃষ্টির সেবা কার্যক্রমও পেয়েছে এক নিঃস্বার্থ মাত্রা।

ফাউন্ডেশনের কিছু সেবা কার্যক্রম

- কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম গত এক যুগে সরবরাহ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মানের চার লক্ষাধিক ব্যাগ বিশুদ্ধ রক্ত ও রক্ত উপাদান।
- বান্দরবানের লামার দুর্গম এলাকায় বঞ্চিত শিশুদের আলোকিত মানুষরূপে গড়ে তুলছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও শিশুকানন। ২০১২-এ পাঁচ শতাধিক শিশু বাসস্থান ও শিক্ষা সুযোগ লাভ করেছে। বঞ্চিত এ শিশুরাই শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের ফলে '০৩ থেকে প্রতি বছর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে লামা ও বান্দরবানে প্যারেড ও ডিসপ্লিতে ১ম স্থান অধিকার করে আসছে। '০৯ ও '১০-এ চট্টগ্রামে বিভাগীয় পর্যায়েও অর্জন করে ১ম স্থান। '১১-এ লাভ করে বিশেষ পারদর্শিতা পুরস্কার। ২০১১ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও জেএসসি পরীক্ষায় শতভাগ উত্তীর্ণ হয়।
- অসুস্থ ও সমস্যাগ্রস্তের নিরাময় কামনায় '১১ সালে সারা দেশে পাঁচ লক্ষ ২১ হাজার কোয়ান্টাম হিলিং সম্পন্ন হয়।
- সারা দেশে ২০০৫ সাল থেকে খতনা কার্যক্রমে খতনা করানো হয়েছে ৫৮ হাজার দুস্থ শিশু-কিশোর-যুবককে।
- রাজশাহীতে অভিভাবকহীন শিশুদের আলোকিত মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্যে কাজ করছে কোয়ান্টাম শিশুসদন।
- দুর্গম অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন স্থানে টিউবওয়েল বসানো হচ্ছে।
- রাজশাহীতে মহিলা হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও আলোআশা স্কুলকে সহযোগিতা করা হচ্ছে। ঢাকার মিরপুরে ইউসেপ স্কুলের দুস্থ শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- দুস্থদের ঋণমুক্তি ও পুনর্বাসনে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি বিতরণ করা হচ্ছে গবাদিপশু।
- দেশের বিভিন্ন স্থানে বেওয়ারিশ লাশ দাফন, মাতৃমঙ্গল, বৃক্ষরোপণ, দস্তশিবির, চক্ষুশিবির, চিকিৎসা সেবা ও দুর্যোগ ত্রাণসহ সেবা কার্যক্রম নিয়মিত চলছে।



শারীরিক মানসিক পারিবারিক আর্থিক পারিপার্শ্বিক সমস্যার সমাধানে একাধ প্রার্থনা আর সদকার মাধ্যমে কর্জে হাসানা দিয়ে সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ হলো কোয়ান্টাম সদকা হিলিং। সারাদেশে ২০১১ সালে মোট হিলিং হয় ৫,২১,৮২১টি। কাকরাইল মেডিটেশন হল ও বনশ্রীতে প্রতি মঙ্গলবার আলোকায়নের পাশাপাশি হিলিং সেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

কেন্দ্রীয় দফতর : ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭। **ফোন :** ৯৩৪১৪৪১, ৮৩১৯৩৭৭, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

E-mail : info@quantummethord.org.bd

কাকরাইল : ১/১ পায়োনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০। **ফোন :** ৮৩৯১৩৯১, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮

বনশ্রী : বাড়ি-২৩, রোড-১, ব্লক-এ, বনশ্রী আ/এ, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। **ফোন :** ৮৩৯৬৮১৫, ০১৭৪০-৬৩০৮৫৬

শাহবাগ : আজিজ কো-অপারেটিভ মেডিসিন মার্কেট (৪র্থ তলা), ২১৩ শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। **ফোন :** ৯৬১৪৬৪৪, ০১৭৫৭-৪৪৩৩২২

বনানী : বাড়ি-৫৯ (৩য় তলা), রোড-১, ব্লক-আই, বনানী (চেয়ারম্যান বাড়ি মাঠের পূর্ব পাশে), ঢাকা-১২১২। **ফোন :** ৯৮৭১৬৪২, ০১৯৭৯-০০৩০০০

ধানমন্ডি : 'লাভলী', বাড়ি-৬৫, রোড-৬/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯। **ফোন :** ৮১৩১০৭৮, ০১৮২২-৯৮৯৫৯৮

মহাখালী : এফ-৩৫, আমতলী (৩য় তলা), মহাখালী, ঢাকা-১২১২। **ফোন :** ৮৮৩১৭১৪, ০১৮২১-৬৮১৯১৮, ০১৮২৭-৫৬৭৫৪০

মিরপুর : সেকশন-২, ব্লক-'ই', রোড-৬, বাড়ি-৫/২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। **ফোন :** ৮০৬১০৭৫, ০১৭১৭-১৪৪৭২৪

খুলনা : ১৯/পি শিরিশনগর আকবরাবাদ এস্টেট, খানজাহান আলী রোড, খুলনা-৯১০০। **ফোন :** ০৪১-২৮৩৩৫২৮, ০১৭৪০-৯৩৯৯৯৯

যশোর : ৯ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, লোন অফিস পাড়া, যশোর-৭৪০০। **ফোন :** ০৪২১-৫১৩৯৮, ০১৬১৯-২৮৬৫৭৭, ০১৭৫০-০১৪৪৪৭

কুমিল্লা : ৪৯৬ নজরুল এভিনিউ (কর ভবনের পশ্চিম পাশের গলি), কান্দিরপাড়া, কুমিল্লা-৩৫০০। **ফোন :** ০৮১-৬১৩৮৩, ০১৭৪০-৯০৮৩৭৮

চট্টগ্রাম : 'বদরে মহল', বাড়ি # ৬৬, রোড # ৬, ও.আর. নিজাম রোড আ/এ, চট্টগ্রাম-৪২০৩। **ফোন :** ০৩১-৬৫৩৬৮৮, ০১৭১১-৩৯৩০১০

সিলেট : ২০১ পড়শী, মিরের ময়দান, সিলেট-৩১০০

ফোন : ০৮২১-৭১১৬১২, ০১৭১৩-৩০১৫২২, ০১৭১১-২৮০৬৫২

রাজশাহী : 'নূর ম্যানশন' (২য় তলা), সিপাইপাড়া, রাজশাহী-৬০০০

ফোন : ০৭২১-৭৭১৫৫০, ০১৭১১-১০৪২৮৯